ই । টা । লি

আমরা প্রবাসী

বিদেশে সোনার হরিণ, সোনার হরিণের প্রত্যাশায় বাংলার সোনার ছেলেরা বাবার ভিটেমাটি, মায়ের সোনার অলঙ্কার সর্বস্ব বিক্রি করে। সোনালি স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়ে হয়ে ওঠে প্রবাসী। ঘাত-প্রতিঘাতকে জয় করে সোনালি স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য জীবন সংগ্রাম। বাবা-মায়ের মুখে ফুটাবে হাসি। সংসার হবে সচ্ছল।

যে সোনার ছেলেটি বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে থাকতে এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেত না, সেই ছেলেটি সারা দিন কঠোর কঠিন পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া, কাপড় পরিষ্কার থেকে ঘর গোছানো অর্থাৎ জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই নিজে করতে হয়।

প্রবাসের কাজ বলতেই সব নিম্নস্তরের কাজ। যা বলতে সত্যিই লজ্জাজনক। যে কাজটি কোনো দিনই দেশে থাকতে করার তো প্রশ্নই আসে না কিন্তু প্রবাসে এসে সেই কাজটিই কত না মহা আনন্দে করে যাচ্ছে! তাও যদি ভাগ্য জোরে জোটে। একটি কাজ জোগাড় করা যে কি তা শুধু যে করে সেই বুঝতে পারে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয় আর যদি ভাগ্য একটু খেলা করে তবে তো কথাই নেই। সেই নিম্নস্তরের কাজ জোগাড় করতে করতে জীবন হয়ে যায় সার শূন্য। যেখানে আপনি প্রথম উঠবেন যদি না হয় কোনো পরিচিত পরিজন, তবে যে কি দুঃসহ অবস্থা যা যে উপভোগ করেছে সেই একমাত্র জানেন। প্রতিটি শহরে প্রতিটি দেশের একই অবস্থা। বাসা নেই হোটেলে কয়দিন। বাসা আছে, জায়গা নেই, নেই সিট ফ্লোরিং তাও আবার বাড়িওয়ালার হুঁশিয়ারি। ঘরে ঢোকার করিডর পর্যন্ত মানুষ আছে, বাথরুমে দীর্ঘ লাইন। কোনো রকমে এদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বাথরুমে যাওয়া। শব্দ ছাড়া হাটা এলাকা, শহর বা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে কত কথা কত কিছুই না সহ্য করতে হয় থাকার জন্য। কষ্টে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার কষ্ট কি?

আমেরিকা, কানাডা থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া থেকে বিলেত জাপানসহ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আজ আমরা প্রবাসী। আর এই প্রবাসীর জীবনযাত্রা কত না বৈচিত্র্যময় সে কথা লেখার মতো দুঃসাহস না হলেও ইউরোপের তথা ইটালির দু'একটি কথা লিখছি।

ইটালিতে আসার বেশ কয়েকটি রাস্তার কথা অনেকেরই জানা। পরিচিত যে কেউ ভিসার কথা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে কিভাবে আপনি ইটালি যাচ্ছেন। টারজান ভিসা, সিনবাদ ভিসা, ডাংকি ভিসা, বাবা ভিসা, মামা বা দুলা ভাই ভিসা, সিজনাল ভিসা, খেতের ভিসা, গলাকাটা ভিসা, বর্তমানে স্পন্সর ভিসা।

টারজান ভিসা বলতে বুঝতে হবে আপনাকে পাহাড় পর্বত দিয়ে সিনেমা স্টালে টারজানের চেয়ে আরও কঠিন কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করে আসতে হবে। টারজান ইচ্ছা করলে গাছের ফল, নদী, সাগর, হ্রদের পানি অনায়াসে পান করতে পারে। কিন্তু টারজান ভিসায় অনেক কিছুই পাবেন না। খিদেয় প্রচন্ড কষ্ট করলেও বলার কিছু নেই। পিপাসায় ছটফট করতে থাকলেও এক গ্লাস পানি অনেক সময় পাবেন না। খিদে তৃষ্ণার কথা ভুলে যেতে হবে। জীবনে শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়। অতিক্রম করতে হবে বহু পাহাড় পর্বত, মহাজঙ্গল, বরফ, পাহাড়ে উঠতে নামতে হয়ে উঠবেন মহা ক্লান্ত। জীবন চলতে চাইবে না। আর পারি না আর পারি না বলে

ইটালির নির্বাচনে বাংলাদেশী

প্রবাস জীবনে বাংলাদেশীরা পিছিয়ে নেই। ধীরে ধীরে তারা সামনে এগিয়ে চলছে। সুসংহত করছে তাদের অবস্থান। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ইটালির নির্বাচনে বাংলাদেশীদের উপস্থিতি। আগামী ২৩ মে ইটালির অন্যান্য শহরের মতো বোলছানোতে বহিরাগত উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বোলছানোতে অবস্থানরত সকল প্রবাসী উক্ত নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে পারবে, তবে ভোট প্রদানের অধিকার শুধু শহরে বসবাসকারী বিদেশীদের। প্রবাসীদের সমস্যা সমাধান এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভোটের ভিত্তিতে প্রথম ১৬ জনকে নির্বাচিত করা হবে যাদের মধ্যে ২৫% থাকবে মহিলা আসন। পরবর্তীতে এই ১৬ জনের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হবে, যার মাধ্যমে মেয়রের কাছে সকল কিছু উপস্থাপন করা হবে। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে মেয়রের। প্রাথমিক ভিত্তিতে বিদেশীদের ৪টি সমস্যাকে সামনে রেখে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সমস্যাগুলো হলো- বাসা, কাজ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। পরীক্ষামূলক এই পদক্ষেপ যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে সরকার যেকোনো সময় পরিষদ বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য, যে চারজন বাংলাদেশী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে তরুণ প্রজন্মের অতন্দ্র প্রহরী রোখসানা বেগম সর্বোত্তম।

Iffat Ara M.A.L.L.B, News Reader Of Radio Vox, Via- Molina-16, 39040 Termeno (BZ), Italy, Ph. 0039 0471 863024, e-mail : ifatbalzano@yahoo. Com.

আর্তচিৎকার করলেও কোনো লাভ নেই। আপনাকে সামনে যেতেই হবে, পিছনে ফেরার পথ নেই।

আর এ মহা বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করতে হয় রাতের গভীর অন্ধকারে। উহু করলেই পেছন থেকে প্রচন্ড জোরে দালালের লাথি। সে এক মহা যন্ত্রণা! ২/৩ দিন পর এক টুকরো শুকনো রুটি, এক গ্লাস দুধ ও পানি যে কি মহা প্রয়োজনীয় সেই মুহুর্তের জন্য। সেই পাওয়াটুকু যে কত আনন্দের। মনে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে মহা মূল্যবান এক টুকরো রুটি।

আকাশ ফর্সা হলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকে। তাই রাতেই সেই স্থান ত্যাগ করে পাহাড় অতিক্রম করে নির্দিষ্ট স্থানে আসতে হবে। আর যদি না আসতে পারেন তাহলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আবার সেই দশা। একবার দুবার পুলিশের হাতেও ধরা খেলে পুলিশের প্যাদানি জীবনের আর এক অধ্যায়। এ অবস্থা চলবে সেই মস্কো, ইউক্রেন, হাঙ্গেরি, চোকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি বা ইটালি প্রবেশের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসার এক একটি নতুন অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ই জীবনের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। রাশিয়ার মস্কো থেকে ইউক্রেন যদিও ট্যাক্সি অথবা গাড়ি যোগে আসা অথবা বড় লরি বা ট্রাকে আসার সময় যদি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের একটু হেরফের হয় তাহলে সন্দেহ হয় পুলিশের। তবে বরফের মাঝে জড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেই বরফ হয়ে যাবেন। যদি ভাগ্য ভালো হয় জীবন ফিরে পেলেন, আর না হলে বরফে ঢাকা পড়ে জীবনের ইতি ঘটবে অনেক সোনার ছেলের। গাড়িতে করে ইউক্রেন পৌছানোর পর আর এক জীবন। এক ঘরে অনেক জন। যেখানে ১০ জন সেখানে ২০/৩০ জন। আর এগুলো হয় যদি একটি ডাংকি মিস করে। এদের পরিকল্পনাগুলো হয় ছকে বাঁধা কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে দালালের ছক বাস্তবায়িত না হলে তখন এক জায়গায় ৩/৪ জন ঘুমাতে বা থাকতে হয়।

দালালের পেমেন্ট যদি পরিশোধ না হয় তবে যে অত্যাচার তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। যাত্রীকে মারধর করে যাত্রীর দালাল অথবা আত্মীয় স্বজনের কাছে ফোন করে টাকা নিয়ে তবে ঐ লোককে পার করবে। তা না হলে একজনের জন্য পুরো গ্রুপকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এক দুমাস এমন কি আরও অনেক সময় থাকতে হয়। এক বেলাও পেট পুরে খাবার নেই অথচ প্রতিদিন কম করে হলেও ১০ ডলার করে দিতে হয়। যে গ্রুপ-এর টাকা পরিশোধ সে গ্রুপ চলে আসে আরো সামনে। আবার শুরু হয়। রাতের অন্ধকারে নিশাচর পাখির মতো এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়, এক শহর থেকে অন্য শহর, অন্য দেশ। যে দুর্গম পথে দিনের বেলা তো দূরের কথা, হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ নিয়েও কেউ যাবে না। হাঙ্গেরির লাগার দুর্গম পথ অতিক্রম শেষে মনে হবে এক বেহেশতখানা। দীর্ঘদিন পর গোসল, আলাদা বিছানা, পেট পুরে খাবার এ যে কি মহা আনন্দ। দীর্ঘ দিন উপবাস থাকার পর খাবার, অনেক দিন পর গোসল। অনেকেরই দীর্ঘদিন এক কাপড় পরে থাকতে থাকতে খুজলি-পাঁচড়া এমনকি জলবসন্ত কখন যে উঠেছে আর কখন যে শেষ হয়েছে এ খবর রাখার সময় নেই। খুজলি-পাঁচড়ায় শরীর ক্ষত বিক্ষত হলেও চুলকানোর সময় নেই। আর উহু আহ্ শব্দ এটা সম্পূর্ণ নিষিধ।

হাঙ্গেরির লাগার বেহেশতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সরকারি খাবার, হাসপাতাল থেকে ডাক্তার বিছানার পরিপাটি একটু সুখ একটু শান্তি। কিন্তু হায় এতটুকু সুখও কি সইবে! ২/১ দিন যেতে না যেতে সেখানের পুরাতন গ্রুপ অত্যাচার করে নতুনদের অনেকের কাছ থেকে টাকা পয়সাও ছিনিয়া নেয়। ঠিকমত কথা না শুনলে মার খেতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌছতে পারবে গন্তব্যস্থল ইটালি, ততক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় একটার পর একটা মহাবিপদ-সেটাকেও অতিক্রম করতে হবে। এ চলার যেন শেষ নেই।

রেজাউল করিম মৃধা
ইটালি

দ: া কো া রি া য়া

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস

আব্দুল মান্নান দক্ষিণ কোরিয়া এসেছিলেন কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গত জানুয়ারিতে। ৫৫ বছর বয়সে সাধারণত কেউ বিদেশে আসে না। কিন্তু আব্দুল মান্নানের আসতে হয়েছিলো। সম্পদ গড়ার জন্য নয়, এসেছিলেন পরিবারের সবার খাবার নিশ্চয়তা দিতে এবং বিবাহযোগ্য দুটি মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু তার ভাগ্যে যে এই ছিল তা কি কেউ জানত? আজ তিনি পড়ে আছেন কোরিয়ার এক হাসপাতালের ভাঙা ফ্রিজে। গত ২৪ এপ্রিল শনিবার বেলা ৩টায় হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অথচ এই শুক্রবারও এক সঙ্গে বসে ভাত খেয়েছিলাম। ২২ এপ্রিল ভাত খাওয়ার সময় তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, চাচা এই বয়সে কেন এত পরিশ্রম করতে এলেন? চাচা বলেছিলেন, 'বাবারে আমার দুটি মেয়ে বড় হয়েছে। তাদের বিয়ে দিতে হবে। আবার তিনটি ছেলে নাবালক, দেশের অবস্থা তো ভালো নয়। আর এই বয়সে দেশে কিছু করার মতো সামর্থ্যও আমার নেই। তাই আমার ভাতিজা সিরাজ আমাকে কোরিয়াতে এনেছে তার একক প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায়। এমনকি আমার পাসপোর্ট বানানোর টাকাটা পর্যন্ত ভাতিজার দেয়া'। আব্দুল মান্নানের আশা ছিল কাজ করে আস্তে আস্তে ভাতিজার টাকা শোধ করবেন এবং তার সংসারটাও ভালোভাবে চলবে। অথচ সে সময় তিনি পাননি। শুনেছি তিনি নাকি একটি ভালো চাকরি যোগাড় করেছিলেন এবং সোমবার সেখানে কাজ করারও কথা ছিল। অনেককে বলেছেনও দেখ তিন মাস পরে আজ আমি বাংলা টাকায় প্রায় ৬৫ হাজার টাকার একটি কাজ পেয়েছি। কেউ কেউ ধারণা করছেন যে তার এই অত্যধিক খুশির কারণেও তার মৃত্যু হতে পারে।

শুক্রবার গভীর রাতেই তাকে ভিসা না থাকার কারণে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তার আত্মীয়ের বাসায়। মৃত্যুর দিন নাকি তিনি কোনো এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন। তখন রাস্তায় নাকি প্রচুর বমি করেছেন এবং অবস্থা বেগতিক দেখে তার আত্মীয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তাররাও বুঝতে পেরেছিলেন তার অবস্থা বেশ খারাপ, অবশ্য হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকেননি। কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা গেছেন। তার পরিবার যখন জানতে পারবে যে তিনি আর নেই তখন ঐ পরিবারের অবস্থা কি হবে? আর কি ভাবেই বা চলবে তাদের সংসার।

সাইফুল ইসলাম, Dae Sung Corporation, Daegdke dong, Inchon, S.korea
E-mail-Ful52003@yahoo.com

বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ পরিষদের সভাপতি শাহজাহান হাওলাদার (বাঁয়ে) মৃতের আত্মীয়ের নিকট ব্যাংক ড্রাফট হস্তান্তর করছেন

কুয়েত

কে নেবে এই অকাল মৃত্যুর দায়ভার?

বাংলাদেশের যেসব মানুষ ভুখা, অর্ধভুখা দিনাতিপাত করেন, আনোয়ার হাওলাদার ছিলেন তাদের দলেরই একজন। অভাব-অনটনের আগুনে দগ্ধ, মা-বাবা, স্ত্রী ও তিন শিশু-সন্তানের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত আনোয়ার মধ্যপ্রাচ্যে আসার পরিকল্পনা নিয়ে সফল হন। এলাকার পরিচিত এক লোকের মাধ্যমে সৌদি আরবে গমনের ভিসা দেখিয়ে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়, তারপরও না কুলালে একমাত্র সম্বল ভিটে-বাড়ি জমা রেখে আরো কিছু টাকা সুদে ধার নেয়। মোটামুটি হয়ে যায়, চলে আসে সৌদি আরব। কিন্তু হায়! কপাল বলে কথা। সৌদি আরব আসার পর কাগজপত্র সঠিক না থাকার কারণে তাকে দেশে ফিরতে হয় শূন্য হাতে। শূন্য আনোয়ার নির্বাক হয়ে যায়, এদিকে মাথায় ঋণের বোঝা, পাওনাদাররা সকাল-বিকাল চাপ দিতে থাকে। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সে। তারপরও এতোটুকু আশা নিয়ে আবার বুক বাঁধে, আবার বিদেশে আসার চেষ্টায় মেতে ওঠে। পাওনাদারদের কাছে হাত বাড়ায়। নিরুপায় হয়ে তারাও কিছু সাহায্য করে। ভিটে-বাড়ির ওপর আরো কিছু সুদে টাকা নেয়। ভিসার জন্য চেষ্টা চলে; চাকা ঘুরে যায়। আসলে আনোয়ার জানতো না তার ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি শুধু পিছলে স্থানচ্যুত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে কুয়েত চলে আসে। কাগজপত্র সবই ঠিক, আল আবরাজ নামক এক ক্লিনিং কোম্পানির হয়ে কাজের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সে অপেক্ষা করলে কি হবে, বিধাতা যেদিন ভাগ্যে রুটি-রুজি লিখে রেখেছেন সেদিনই হবার, সে যতোই ভাবুক বাড়িতে অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিনযাপন করছে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানেরা। যে যতোই ভাবুক সুদের টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হয়। কোম্পানি থেকে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করে কাজ দেয়া হয়। মাসিক বেতন ২০ দিনার যা বাংলাদেশী হিসাবে প্রায় ৩,৮০০ টাকায় দাঁড়ায়। যা দিয়ে

মৃত আনোয়ার হাওলাদার

অতি সাধারণভাবে একটি মানুষের বড়জোর খাওয়া-দাওয়া ও পকেট খরচ চলতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। আনোয়ার হতভম্ব হয়ে যায়! মাথায় তার লাখ টাকার বোঝা। মাসিক সুদ দাঁড়ায় ১০ হাজার টাকার উপরে। যা দ্রুত শোধ না করতে পারলে একমাত্র ভিটা-বাড়ি ছেড়ে পথে নামতে হবে। আপনজনদের সঙ্গে বাড়িতে যোগাযোগ করে জানতে পারে পাওনাদাররা টাকার জন্য উৎপাত শুরু করেছে, রীতিমত গালাগালি করছে। আনোয়ার কি করবে ভেবে পায় না। ভাষা সমস্যার কারণে কাজও পায় না বাড়তি ইনকামের জন্য। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোম্পানির স্বল্প বেতনে চাকরি করে পরবর্তীতে পার্টটাইম-ওভারটাইম করেও মাসে ১০ হাজার টাকা উপার্জন করা কুয়েতে অন্তত নতুন লোকের পক্ষে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। দিশেহারা হয়ে পড়ে আনোয়ার। এমন দুশ্চিন্তার ভেতর কোম্পানির কাজ নিয়েই পড়ে থাকে, পুরো একটি মাসও পার করতে পারেনি সে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া আনোয়ার রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে ছিল কিন্তু সকালে উঠে রুমের সবাই ডিউটিতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেও আনোয়ারের কোনো নড়াচড়া না দেখে তাকে ডাকাডাকি শুরু করে। প্রথম অবস্থায় রুমের লোকজন কেউ কোনো কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সবাই মিলে আনোয়ারকে জাগানোর চেষ্টা করে কিন্তু আনোয়ার আর ওঠে না। তারপর যা হবার তাই হলো। এমন ঘটনা কুয়েতে এর আগেও কয়েকটি ঘটেছে।

পুলিশ এসে আনোয়ারের লাশ উঠিয়ে নিয়ে যায়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখানো হয় 'হার্ট অ্যাটাক'। অত্যধিক দুশ্চিন্তার ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যায়, সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সব চিন্তা-ভাবনা। এখানেই শেষ নয়, লাশ দেশে পাঠানোর মতো কোনো অবস্থা নেই, এক নিকটাত্মীয় এগিয়ে এলেও লাশ পাঠানোর ব্যয়ভার বহন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এ খবর কুয়েতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দের কাছে পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত একমাত্র বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ পরিষদের সভাপতি শাহজাহান হাওলাদার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন। হাওলাদার বাংলাদেশ দূতাবাসসহ মৃত আনোয়ারের কোম্পানিতে জোর তৎপরতা ও তদবির চালালে আল-আবরাজ কোম্পানি থেকে ৮০০ দিনার (১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা প্রায়) তার পরিবারের জন্য উঠানো সম্ভব হয়। সে সময় দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) সেলিম রেজা (যার কুয়েতে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে) এগিয়ে আসেন এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই বাংলাদেশ

দূতাবাস থেকে লাশের জন্য টিকেট এবং কফিন বক্সের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে শাহজাহান হাওলাদার এবং সেলিম রেজার সম্পৃক্ততাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বিমানের কুয়েত কান্ট্রি ম্যানেজার আলকাস মোল্লাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাদের সঙ্গে আরো যোগ দেন প্রকৌশলী মোঃ মোসাদ্দেক আলী, ফারুক (ম্যানেজার, সুলতান কোঃ), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান, মোঃ মোস্তফা, আল মামুন, মোঃ জালাল, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার শিকদার, মোঃ মনির ও ফরিদ মিয়াসহ আরো অনেকে। বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য ৫৩,৮২১ টাকার একটি ড্রাফট তার আত্মীয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মৃতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কুয়েতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সাধারণ লোকজন উপস্থিত ছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় আনোয়ার হাওলাদার নামক একজন মানুষের শেষ যাত্রা। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য! আমাদের সবার মতো যে আনোয়ারেরও সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল বিদেশফেরত মানুষের পরিচয় নিয়ে ফিরে যেতে, কিন্তু তাকে যেতে হয়েছে কফিনে শুয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে। যেখানে প্রবাসী মানুষটাকে কাছে পেয়ে আত্মীয়স্বজনরা আনন্দে আত্মহারা হয় সেখানে আনোয়ারের আপনজনরা বুকফাটা কষ্টের চিৎকারে পৃথিবী ভাসাবে। ছোট্ট সন্তানগুলোকে যে সান্ত্বনা দিয়ে অপেক্ষায় রাখা হতো সে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকবে ওরা- এই বুঝি আমাদের বাবা এলো, এই বুঝি আমাদের বাবা এলো আকাশের তারা হাতে। এভাবেই চলতে থাকবে অনেক দিন; অন্তত ওরা বুঝে ওঠার আগ পর্যন্ত। কিন্তু কেন এই মিছেমিছি সান্ত্বনার বেড়াজাল? মৃত্যুর ওপর কারো হাত নেই, তারপরও আর কিছু না হোক মানুষ হিসেবে হলেও আমরা এসব আনোয়ারদের রক্ষা করতে পারি। যারা আনোয়াদেরকে ভিসা দিয়ে অকাল মৃত্যুর দিকে টেনে আনি, যদি তারা একটু সচেতন হই আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি ব্যুরো থেকে একটু দৃষ্টি এবং সর্বোপরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের দূতাবাস কর্তৃপক্ষ যদি সাধারণ শ্রমিকের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয় তাহলেই সম্ভব, তাহলেই এই অকাল মৃত্যুর দায়ভার কারো কাঁধে আসে না; অন্যথায় পরোক্ষভাবে হলেও এর জন্য কেউ না কেউ দায়ী এবং এর দায়-দায়িত্ব দিনে দিনে শুধু বেড়েই চলবে।

মিল্টন চৌধুরী
কুয়েত

আ । ফ্রি । কা

আফ্রিকার বোতসোয়ানার প্রলোভনে পড়বেন না

বোতসোয়ানা নামের দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের সাউথ আফ্রিকার পাশে অবস্থিত। বিশ্বের সেরা হীরার খনি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে দেশটির উন্নয়ন ও উন্নতি দিন দিন বাড়ছে। আমরা প্রায় দুই তিনশ' বাঙালি পরিবার এ দেশে আছি। এখানে প্রায় দুই তিনশ' যুবক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী আছেন। এ দেশের মোট জনসংখ্যা মাত্র চৌদ্দ পনেরো লাখ, অথচ আয়তনের দিক দিয়ে এ দেশ বাংলাদেশের পাঁচগুণের মতো। আগে বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা প্রয়োজন হতো না, ফ্রি পোর্ট এন্ট্রি ছিল। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে আদম ব্যাপারীদের কারণে ভিসার জন্য দরখাস্ত করতে হয়।

আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে বোতসোয়ানা শান্তির দেশ। তবে ইদানীং বাঙালিদের কিছু কাজকর্ম ও অবৈধ বসবাসের কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে এখানকার মানুষের খারাপ ধারণা শুরু হচ্ছে। এখানে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কদর বেশি। সরকারি ও বেসরকারি ভালো বেতনের চাকরি পাওয়া যায়। সম্প্রতি সরকারি ও বেসরকারিভাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি হচ্ছে। এ বছর প্রথমবারের মতো নয়জন ইঞ্জিনিয়ার সরকারি চাকরি নিয়ে বোতসোয়ানায় এসেছেন। আরো বিভিন্ন পেশার লোকজনের সরকারি চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া এখানে আসার পরও কয়েকজন বিভিন্ন সরকারি চাকরি পেয়েছেন। আগামীতে আরো আটজন ইঞ্জিনিয়ারের সরকারি চাকরি নিয়ে আসার কথা আছে।

এখানেও বেকার সংখ্যা অনেক। বিশেষ করে মহিলারা চাকরির খোঁজ করে বেশি। সে জন্য বাঙালিদের সাধারণ চাকরি পাওয়া কষ্টকর। তাছাড়া কিছু চাকরি ও ব্যবসা স্থানীয়দের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় বিদেশী হিসেবে বাঙালি যে কেউ যে কোনোভাবে চাকরি বা ব্যবসা করতে পারে না। এখান থেকে আগে কিছু লোক বৈধভাবে কাগজপত্র করে ব্যবসা বা চাকরি করার পর কানাডা, আমেরিকা, লন্ডন ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ভিসা পেয়েছে। আগে যদিও তা কিছুটা সম্ভব হতো, এখন আর সেটা খুব সহজ নয়, তবুও বছরে দুই তিনজন বাঙালি এখানে অন্য দেশের ভিসা পাচ্ছে।

অথচ বাংলাদেশের কিছু আদম ব্যাপারি এবং এখানকার কিছু বাঙালির প্রলোভনে পড়ে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে যাবার আশায় এখানে ভিজিট ভিসায় লোকজন আসছে। আসার পর তারা প্রতারিত হচ্ছে বা তাদের আশার গুড়েবালি দেখতে পায়। অগত্যা তারা মানবেতর জীবন যাপন, কম বেতনে অধিক কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ, কাগজপত্রের ভয়ে দিনের পর দিন কাটানো, অবৈধ বসবাস কিংবা দেশে ফেরত যেতে বাধ্য হচ্ছে। একমাত্র ভুক্তভোগীরা ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারে না।

আফ্রিকার দেশগুলোতে এলেই ইউরোপের দেশগুলোতে ভিসা পাওয়া সহজ বলে যারা প্রচার করে তারা প্রতারক, মিথ্যাবাদী আদম ব্যাপারি। আমি দেশে ওকালতি করার কারণে এখানে এসে কনসালটেন্সির অফিস খুলতে দুই বছর কষ্ট করেছি। প্রতিদিন প্রায় চার পাঁচজন বাঙালি আসা-যাওয়া করে আমার অফিসে। সে সুযোগে বাঙালিদের দুরবস্থা ও অন্যান্য খবরাখবর জানি। কিছু পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক হবার এবং প্রতিদিন চ্যানেল আই টিভি দেখার কারণে দেশের খোঁজখবর জানার জন্য বাঙালিরা আমার অফিসে আসা-যাওয়া করেন। আমি বিশ পঁচিশজন বাঙালিকে অবৈধ বসবাস বা কাগজপত্রের অভাবে দেশে ফেরত কিংবা সাময়িকভাবে এখানে থাকার অনুমতি নিতে সাহায্য সহযোগিতা করেছি।

দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য বা কোনো সমিতি, সংগঠন নেই। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতায় ভরপুর কিছু বাঙালি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আর কিছু আছে যারা একে অপরের সমালোচনা বা ক্ষতি করার কাজে লিপ্ত। নতুন কোনো বাঙালি আসার পর কেউ তেমন সাহায্য ও সহযোগিতা করতে চায় না। এমনকি অনেকেই বাঙালি পরিচয় দিতেও চায় না। আবার কেউ পরিচয় দিয়ে সমস্যা বা বিপদে পড়েছেন। অনেকেই নিজের জারিজুরি প্রকাশ করেন বা সহযোগিতা চাইলে এড়িয়ে চলেন। কাজের কাজ কিছুই হয় না। এতে নবাগত বাঙালিরা হতাশ হয়ে পড়েন।

এখানে বাংলাদেশী কোনো দূতাবাস নেই। পার্শ্ববর্তী দেশ সাউথ আফ্রিকায়

অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়ে সব প্রয়োজন সারতে হয়। বর্তমান হাইকমিশনার ও ফার্স্ট সেক্রেটারি বেশ উদ্যোগী এবং কর্মঠ। অথচ তাদের পক্ষে বোতসোয়ানায় বছরে একবার আসাও সম্ভব হয় না। সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার লোকজনের চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে বোতসোয়ানায় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার সম্ভবত কেউ নেই বা কেউ প্রয়োজন মনে করেন না। সরকারের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সে উদ্যোগ নিতে পারে। তবে আমরাও চেষ্টা করছি।

বোতসোয়ানায় চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ নয়। সে জন্য আদম ব্যাপারি কিংবা অসৎ চরিত্রের কোনো বাঙালির খপ্পরে পড়ে শুধু ভিজিট ভিসায় এ দেশে কেউ আসার চেষ্টা করলে তা ভুল হবে। আর সাউথ আফ্রিকা বা অন্য দেশে যাবার জন্য এখানে ভিজিট ভিসায় এসে লাভ নেই। পরে চোরাপথে দেশত্যাগ করতে হয় বা অন্য দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে হয়। একমাত্র প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে বোতসোয়ানায় আসা ভালো। তাহলে অন্তত থাকা-খাওয়ার এবং সুপরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা পাবার সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। পরিচিত কিংবা বন্ধু-বান্ধবের কাছে এসেও অনেকে সমস্যায় বা অসুবিধায় পড়েছেন।

এখানে কেউ কেউ অবৈধভাবে এসে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি করার পরও অতি লোভে কিংবা তার খরচের টাকা ওঠানোর জন্য আরো দুই তিনজনকে অবৈধভাবে ভিসা দিয়ে এখানে এনেছেন এবং অবৈধভাবে থাকা, চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চেষ্টা করছেন। এখন কিছু বাঙালি এমন ধরনের চাকরি বা ব্যবসা করেন যা বলার মতো নয়। এরা এতো বেশি অবৈধ কাজকর্ম করে যে, তাদের জন্য বাংলাদেশীদের বেশ দুর্নাম হচ্ছে। এরা বাঙালির জন্য কলঙ্ক। এদের অবশ্য কোনো সামাজিকতা নেই, ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে টাকা-পয়সা ও মুখের দাপট আছে। তারা প্রায় প্রতি মাসে বাসা এবং ব্যবসা বদলায়। এদের ঠিকানা পর্যন্ত কাউকে দেয় না।

বোতসোয়ানায় কেউ আসার জন্য ভিজিট ভিসার চেষ্টা না করাই ভালো। দেশে দুই তিন লাখ টাকা নগদ দিয়ে ভিজিট ভিসায় এখানে আসার পর সেই টাকা তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না।

M.A. Karim
P.O. Box 502571
Gaborone, Botswana
(Africa)
ashraful3@hotmail.com

সৌ ি দি ি আ ি র ি ব

মক্কায় স্বাধীনতা দিবস

মহান স্বাধীনতার ৩৩তম বর্ষপূর্তি ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মক্কার স্থানীয় এক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো আমার চ্যানেল আই দর্শক ফোরামের আলোচনা সভা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশভোজন পর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মধ্যে দিয়ে মহান স্বাধীনতার ৩৩তম বর্ষপূর্তি ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন স্কুল ছাত্র খালেকুজ্জামান ওমর। তারপরই অডিটোরিয়াম ভর্তি বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ জাতীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে পরিবেশন করেন।

চ্যানেল আই মক্কা প্রতিনিধি তরুণ সংগঠক এম, ওয়াই আলাউদ্দিন ও মোঃ সহিদ উল্লার (নোয়াখালী) যৌথ পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বটি ছিল উল্লাসমুখর এবং প্রাণবন্ত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন তৈকির আদনান, রাসেদুজ্জামান, শারমীন রীমা মুক্তা, দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন নাবিল, মোহাম্মদ বিন কাসেম, সমীর নুরুল আমীন, জাহিদ হাসান শোভন, পলাশ মাহমুদ, দিলরুবা, মমতাজ। কৌতুক পরিবেশন করেন পারভেজ মৃধা, এনামূল হক মণি, রম্য সংবাদ পাঠ করেন খলিলুর রহমান। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বটি হল ভর্তি প্রবাসীদের বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা সভা। এম ওয়াই আলাউদ্দিনের স্বাগত বক্তব্য ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আলোচনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মক্কার শ্রদ্ধেয় সুধী সমাজের প্রধান ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কম্পিউটারবিদ সৈয়দ মনসুরুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হাসান খোন্দকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডা. আখতারুজ্জামান, জিয়া পরিষদ মক্কার নব নির্বাচিত সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক মক্কার সুধী সমাজের আপনজন বলে পরিচিত মোঃ রফিক খান, মক্কার বৃহৎ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট শিল্পপতি সাবের চৌধুরী, দোলোয়ার হোসেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যাংকার আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল করিম, শাহ আলম ডিস্কো, শহিদুল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আমার চ্যানেল আই দর্শক ফোরাম স্বজনদের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'চ্যানেল আই' প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের আনন্দ বেদনার সচিত্র প্রতিবেদন সম্প্রচারসহ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সহকারে প্রচার।

বিশেষ অতিথি মোঃ রফিক খান আয়োজকদের আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, চ্যানেল আইকে ভালোবেসে আপনারা যেমন আমাদের ধন্য করেছেন, আমরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি মানুষের জন্য কিছু করার প্রয়াস অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। এবং আমার চ্যানেল আই ফোরাম মক্কা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ মনসুরুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় অর্জন। আমাদের জাতিসত্তা প্রদানকারী এ ঐতিহাসিক অর্জনকে আমরা যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক-সংগঠক মক্কা বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু, মক্কার বাংলাদেশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হারুনুর রশীদ, বিশিষ্ট ব্যাংকার সৈয়দ শাহ আলম, সিরাজুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শরাফত হোসেন, মোঃ ইয়াকুব প্রমুখসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে মক্কাস্থ এশিয়ান পলি ক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবেশিত হয় সুস্বাদু বাংলাদেশী খাবার। যা কিনা আগত অতিথিদের রসনা তৃপ্ত করে আন্তরিক প্রশংসা অর্জন করে।

চ্যানেল আই ও এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিসের মক্কা প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যাংকার এম, ওয়াই আলাউদ্দিনের উপস্থাপনায় এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছা সেবকদের আন্তরিক সেবা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু, Zia7zia@hotmail.com.